দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 0 8 JUL 2007
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

চারটি বাদে পাবলিক ভার্সিটির কর্মকর্তা নিয়োগে সার্চ কমিটি নিয়ে মতবিরোধ

মোশতাক আহমেদ ॥ চারটি বিশ্ববিদ্যালয় বাদে সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, প্রো উপাচার্য এবং কোষাধ্যক্ষ নিয়োগে শিক্ষা সচিবের নেতৃত্বাধীন সার্চ কমিটি নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষকসহ বিভিন্ন পর্যায়ের লোকজন বর্তমান সার্চ কমিটির বিরোধিতা করে বলেছেন, এই সার্চ কমিটি দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসহ গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া কোনভাবেই সঠিক হবে না। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের ওপর সরকারের সরাসরি হস্তক্ষেপ করা হবে।

দেশের সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তাবিত অডিন্যান্স আইনের খসড়াতেও বর্তমান সার্চ কমিটির সঙ্গে মিলিত পোষণের চিত্র ফুটে উঠেছে। সরকারের কাছে জমা দেয়া বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রণীত 'আদর্শ এ্যাক্ট ফর পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়' নামে এই অডিন্যান্স আইনের খসড়ায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, প্রো উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষ নিয়োগে সার্চ কমিটি গঠনের কথা বলা হলেও তাতে শিক্ষা সচিবকে প্রধান করে সরকার ঘোষিত সাত সদস্যের সার্চ কমিটির পরিবর্তে একজন অবসরপ্রাপ্ত

(১১- পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ দেখুন)

চারটি বাদে (প্রথম পাতার পর)

উপাচার্যের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট সার্চ কমিটি গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে। কমিটিতে অবসরপ্রাপ্ত উপাচার্য ছাড়া বাকি চারজন সদস্য হবেন সম্মানিত শিক্ষাবিদ ও অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি।

'৭৩ সালের অধ্যাদেশ অনুযায়ী পরিচালিত ঢাকা, রাজশাহী, জাহাঙ্গীরনগর ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বাদে দেশের সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, প্রো উপাচার্য এবং কোষাধ্যক্ষ নিয়োগের জন্য গত ১৫ মে সরকার সাত সদস্যবিশিষ্ট একটি সার্চ গঠন করে। শিক্ষা সচিবকে সভাপতি করে গঠন করা কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন অর্থনীতিবিদ প্রফেসর ড. ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গবর্নর ড. মোঃ ফরাসউদ্দিন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়) এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (বিশ্ববিদ্যালয়)। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সার্চ কমিটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সিনিয়র অধ্যাপকদের হালনাগাদ তালিকা সংগ্রহ করে তাদের মধ্য থেকে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, প্রো উপাচার্য এবং কোষাধ্যক্ষ নিয়োগের জন্য সৎ ও যোগ্য প্রার্থী বাছাই করবে। কমিটি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লিখিত শূন্য পদ পূরণের জন্য একটি পদের বিপরীতে তিনজন অধ্যাপকের নাম সুপারিশ করবে। পরে চ্যান্সেলর সেখান থেকে একজনকে নিয়োগ দেবেন।

এই কমিটি গঠনের পর থেকেই বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে সমালোচনা শুরু হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রযোজ্য না হলেও দেশের সেরা এই বিদ্যাপীঠের শিক্ষক সমিতি সভা করে এই সার্চ কমিটির বিরোধিতা করেছে। সার্চ কমিটির বিষয়ে শিক্ষক সমিতির বক্তব্য হলো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব গণতান্ত্রিক সরকারের ওপরই ন্যস্ত থাকা সমীচীন হবে। এ ছাড়া ঐসব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সঙ্গে কোন আলোচনা ছাড়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে তা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওপর সরকারের হস্তক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হবে। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতিও বর্তমান সার্চ কমিটির বিরোধিতা করে আসছিল। এরই মধ্যে গত বৃহস্পতিবার দু'জন সদস্যের অনুপস্থিতিতে সার্চ কমিটির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে কোন সিদ্ধান্ত না হলেও বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এরপর বিষয়টি নিয়ে আরও সমালোচনা শুরু হয়।

জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর ভাষায় সার্চ কমিটির সভাপতি হিসেবে একজন প্রবীণ উপাচার্য বা একজন বিজ্ঞ বিচারপতি হলে সেটা যত শোভন হতো, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব হওয়ায় সেটা তত শোভন হয়নি। তা ছাড়া কোন্ নীতিমালার ওপর কমিটি কাজ করবে, সেটাও স্পষ্ট নয়।